উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ # ১৮, সংখ্যা # ৭৬, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

উপ-সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন-২০১৯

বৈষম্যমুক্ত সমাজ বির্নিমাণ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নারীনেত্রীদের অঙ্গীকার গ্রহণ

নির্যাতন-বঞ্চনা-বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন-২০১৯। ডিসেম্বর ০৭, ২০১৯ তারিখে দিনব্যাপী সকাল ৯.০০টা থেকে এলজিইডি মিলনায়তন, আগারগাঁও, ঢাকায় উক্ত সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সারাদেশ থেকে আগত তৃণমূলের সহস্রাধিক নারীনেত্রী ও সংগঠক অংশগ্রহণ করেন। তারা নিজ নিজ এলাকায়, বিশেষ করে নারীদের জীবনমানের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে যে সফলতা এসেছে তা উদ্‌যাপন, সংগ্রামের অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময় এবং একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণ করেন এ সম্মেলনে।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএন উইমেন বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ শোকো ইশিকাওয়া। অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ক্যাথি বার্ক এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। স্বাগত বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালক (কর্মসূচি) ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এ সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব রাশেদা আখ্‌তার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট পারভীন আহমেদ এবং নীলফামারী জেলা কমিটির সভাপতি রোখসানা জামান সানু। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং প্রোগ্রাম অফিসার শাহীনা আক্তার।

সকাল ০৯.০০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়। জাতীয় সঙ্গীতের পর আগুনের পরশমনি গানের সাথে সাথে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। মোমবাতি প্রজ্বলনের পর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার আহসানুল কবির ডলার নির্মিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রমভিত্তিক একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

এরপর শুরু হয় অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব। এ পর্বে গত সম্মেলনের পর থেকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর যেসকল নেতৃবৃন্দ মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের স্মরণে এবং এ সময় যারা নিজ কীর্তি দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি আফরোজা শাহীন বেবী।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি শোকো ইশিকাওয়া উপস্থিত নারীনেত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনাদের মধ্যকার শক্তি ও উদ্যম আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আপনারা এখানে এক হাজার দুইশত নারীনেত্রী এসেছেন, কিন্তু আপনাদের পেছনে রয়েছে লক্ষাধিক নারী।' তৃণমূলের নারীদের প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত করে তোলার জন্য তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'আগামী বছর বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলনের ২৫ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে আমরা নারীদের অবদান তুলে ধরতে চাই। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই অর্জনের ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অসামান্য। বাংলাদেশের নারীরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয় রয়েছে, নারীরা ক্রিকেট খেলছে এবং হিমালয় জয় করছে। আমি আশা করি, সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আরও বাড়বে।'

উপস্থিত নারীনেত্রীদের উদ্দেশ্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সাথে যুক্ত হয়ে আপনারা নিজের জীবন, আপনার পরিবারের আপনজনদের জীবন এবং সমাজের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ হতে পারে না। আপনারা সত্যিই অসাধারণ ও অতুলনীয় কাজ করছেন। আপনাদের কাজ আমাকে সাহস যোগায়, আমি ক্ষমতায়িত হই।' তিনি বলেন, 'আজ আপনারা একা নন, আপনারা সংগঠিত শক্তি। আমি আশা করি, সমাজ উন্নয়নে আপনাদের বর্তমান কাজ অব্যাহত থাকবে।' ড. বদিউল আলম মজুমদার জানান, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে সারাদেশের প্রায় নয় হাজার নারী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন, যারা তৃণমূল পর্যায়ে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।'

ক্যাথি বার্ক বলেন, 'আমি ২১ বছর আগে প্রথম বাংলাদেশে আসি। এরপর যতবারই আমি বাংলাদেশে এসেছি, ততবারই আমি নতুন উদ্দীপনা পেয়েছি। এই উদ্দীপনা আমাদেরকে নারী-পুরুষের জন্য একটি সমতাপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়, পথ দেখায়। আমার লেখা একটি বইতে আমি বাংলাদেশের নারীদের এগিয়ে যাওয়ার গল্পগুলো তুলে ধরেছি।' নিজের জীবন উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তিনি উপস্থিত নারীনেত্রীদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

সম্মেলনের শুরুতে সভাপতির বক্তব্যে রাশেদা আক্তার বলেন, 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনদিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজকে আমরা ষষ্ঠবারের মত সম্মেলন উপস্থিত হয়েছি। আপনারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কষ্ট করে এসেছেন, এজন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা আমাদের অত্যন্ত প্রাণের মানুষ। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও তাদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্র এখনও উদাসীন। আমাদেরকেই এই পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে হবে। আজকের সময়টুকু আমরা উদ্‌যাপন করবো, নতুনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবো, যাতে মাঠে ফিরে গিয়ে আবার জোর কদমে কাজ শুরু করতে পারি।'

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের আগে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' কর্মসূচির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি আজকের এই সম্মেলন আমাদের প্রাণের মেলা, ভালোবাসার মেলা। আজ আমরা আমাদের সংগ্রামের কথা এবং অর্জনের কথা বলবো, যা অন্যদের অনুপ্রাণিত এবং পথ চলতে সহায়তা করবে।' তিনি বলেন, 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃণমূলে নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। আমরা তৃণমূল থেকে আপনাদের অবদান আরও বাড়াতে চাই, যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করতে পারেন। তৃণমূল থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য আমরা তিনদিনের একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করি। তারপর বিভিন্ন সময়ে ২৪টি ফলো-আপ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নারীনেত্রীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে সহায়তা করি। প্রশিক্ষিত এই নারীনেত্রীরা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে একজোট হয়ে কাজ করছেন।'

বিগত সময়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর অর্জন, কাজের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরে নাছিমা আক্তার জলি বলেন, 'আজ এখানে আমরা ঘোষণা দিতে চাই যে, বাংলাদেশে সকল ধরনের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবো, যাতে আর একজন নারীকেও নির্যাতনের শিকার হতে না হয়। যেহেতু আমরা প্রত্যেকেই অফুরন্ত শক্তির আঁধার। তাই এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পারিবারিক পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পর্যন্ত নারী ও কন্যাশিশু অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করবো।' তিনি উপস্থিত সকল নারীনেত্রীর নিকট থেকে একটি প্রত্যয় সম্পর্কে জানতে চান। জনাব নাছিমা আক্তার জলির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে নারীনেত্রীগণ সমস্বরে ঘোষণা করেন: 'আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবো। এসডিজি অর্জনে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায়, নিজ অঙ্গনে বলিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে হিসেবে কাজ করবো।'

নারীনেত্রীদের প্রত্যয় ঘোষণার পর দশজন নারীনেত্রীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব। এই পর্বে তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের কাজের সফলতা ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। দশজন নারীনেত্রী হলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা থেকে মনোয়ারা বেগম, সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি; কুমিল্লা অঞ্চল থেকে হোসনেয়ারা, সহ-সভাপতি, মনোহরগঞ্জ উপজেলা কমিটি, কুমিল্লা; খুলনা অঞ্চল থেকে মল্লিকা দাস, সহ-সভাপতি, বাগেরহাট জেলা কমিটি; ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে আঞ্জু আনোয়ারা ময়না, সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা কমিটি; ঢাকা অঞ্চল থেকে সেলিনা হাফিজ, সম্পাদক, ঢাকা জেলা কমিটি; সিলেট অঞ্চল থেকে সৈয়দা আরমিনা আক্তার, সভাপতি, মৌলভীবাজার জেলা কমিটি; চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে শাহানা বেগম, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও সম্পাদক, কক্সবাজার জেলা কমিটি; রংপুর অঞ্চল থেকে অঞ্জলী রাণী দেবী, সদস্য, গাইবান্ধা জেলা কমিটি; বরিশাল অঞ্চল থেকে ডালিয়া নাসরিন, সভাপতি, ঝালকাঠি জেলা কমিটি; ঝিনাইদহ অঞ্চল থেকে ফিরোজা বুলবুল কলি, সভাপতি, যশোর জেলা কমিটি।

নারায়ণগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে মনোয়ারা বেগম বলেন, 'আমরা নারী, আমরা সবকিছুই পারি। বাংলাদেশের অজপাড়া গাঁয়ের এক দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম। খুব কষ্ট করে বড় হয়েছি। সুন্দর করে কথা বলতে পারতাম না। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার পর মনে হলো নারীদের জন্য কিছু করতে হবে। একটা দল গঠন করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমরা ছড়িয়ে গেলাম। এরপর থেকে নারায়ণগঞ্জে যখনই নারী নির্যাতন কিংবা বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা ঘটে তারা আমাদের খবর দেয়। আমরা পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তা প্রতিরোধ করি। আমি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। ২০০৬ সালে সমাজসেবার জন্য আমি 'জয়িতা' পুরস্কার পেয়েছি।' তিনি বলেন, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর একজন সদস্য হিসেবে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমি বিশ্বাস করি, সকল সদস্যই ক্ষুধামুক্ত-আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে, সমগ্র বিশ্বকে জয় করবে।'

কুমিল্লা অঞ্চলের হোসনেয়ারা বেগম বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত আমরা কুমিল্লা অঞ্চলের নারীনেত্রীরা নারী-পুরুষের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূর করা-সহ নানা সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধ, জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, শিশুর বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান আয়োজন-সহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। এছাড়া আমরা নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করছি। আমাদের প্রচেষ্টায় অনেক নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। এরফলে পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'

খুলনা অঞ্চলের মল্লিকা দাস বলেন, 'নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। নারীরা দুর্বল নয়, সবল। বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা যদি নারীদের সচেতন করে তুলি, তাদের অধিকার বুঝতে শিখিয়ে দেই, তাদের শিক্ষিত করতে পারি, তাহলে একদিন এই নারীরাই সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দিবে।' তিনি বলেন, 'খুলনা অঞ্চলের পাঁচশত নারীনেত্রীর মধ্যে ৩৫০ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। নারীনেত্রীদের নেতৃত্বে ২০টি সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে, যেগুলোর মূলধন প্রায় ৫০ লাখ টাকা। বিগত একবছরে ১১০টি বাল্যবিবাহ ও ৮২টি যৌতুক প্রতিরোধ করা হয়েছে। এছাড়া নারীদের উদ্যোগে প্রায় ৩৫০টি বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির বাগান করা হয়েছে।'

ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে আঞ্জু আনোয়ারা ময়না বলেন, 'আজ আমরা হাজারো নারী প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত হতে পেরেছি এবং আমাদের সফলতা উদ্‌যাপন করছি। অথচ আমরা একদিন ছিলাম কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার পথে। আমাদের সামনে আলোর রূপরেখা নিয়ে আসে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক।' তিনি বলেন, 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে যে নারীনেত্রীরা কাজ করছেন তারা শুধু নিজের ভাগ্যোন্নয়নেই নয়, সমাজের অন্যান্য নারীদের পাশেও দাঁড়াচ্ছে, যাদের পাশে কেউ নেই। পুরুষতন্ত্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক মানুষের মনে একটি সম্মানজনক স্থান করে নিয়েছে।'

ঢাকা অঞ্চলের সেলিনা হাফিজ বলেন, '২০০৬ সালে যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম ব্যাচের আমিও একজন। আজকে সারা বাংলাদেশে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক তাদের কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দিয়েছে। আজকে এখানে সহস্রাধিক নারীকে দেখে আমি অভিভূত, আবেগ আপ্লুত। আমরা সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাই, বাংলাদেশের নারীরাও পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তিনজন কন্যাশিশুর মা, আমি আমার সন্তানদের বোঝাতে পেরেছি যে, তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও এবং সমাজ-জাতিকে কিছু দিতে চেষ্টা করো।' তিনি বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সহজে কেউ কাউকে অধিকার দিতে চায় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়।'

চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে শাহানা বেগম বলেন, 'আমরা নারীরা যে পারি সেটা আজকে প্রমাণ করতে পেরেছি। আমি মনে করি, এটা আমাদের অর্জন। হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজকে এই জায়গায় আপনাদের সামনে কথা বলতে পারছি, আমার কণ্ঠে যে জড়তা নেই এটাই আমার অর্জন। আমি ২০১০ সালে তৃণমূলের নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে অস্ট্রেলিয়া সফর করেছিলাম। আমাকে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' তিনি বলেন, 'আমার জন্য আনন্দের বিষয় যে, আমি সুদূর কক্সবাজার জেলা থেকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ছয়টা সম্মেলনের সবকটাতে অংশগ্রহণ করেছি। যদিও ঢাকায় আসতে প্রয়োজন হয় সাহস ও অর্থের। আমি মনে করি, আজকের সম্মেলনে হাজারো নারীর উপস্থিতি প্রমাণ করে নারীরাও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পথ চলতে পারে।'

সিলেট অঞ্চলের সৈয়দা আরমিনা আক্তার বলেন, 'আমরা সিলেট অঞ্চলের নারীনেত্রীরা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জয়িতা পুরস্কার পেয়েছি। আমরা আমাদের নিজ এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করছি। শিশু ও মায়েদের টিকা নেওয়ার বিষয়ে সচেতন করছি। কন্যাশিশুদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করছি। আমরা মনে করি, আমাদের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে দ্বি-মাসিক এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ফলো-আপ সভা আয়োজন করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।'

বরিশাল অঞ্চল থেকে ডালিয়া নাসরিন বলেন, 'এগিয়ে যাচ্ছে নারী, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের আন্দোলন পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের আন্দোলন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে। আজকে আমাদের দেশের নারীরা কোথায় নেই? আজকে প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, নারীরা প্লেন চালাচ্ছে, ট্রেন চালাচ্ছে; তারপরেও কেন যে নারী নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না! আমরা কেন আমাদের মেয়েকে বাসায় রেখে বাইরে যেতে পারি না! কেন আমার স্বামীকে বারবার ফোন করতে হয় একটু বাসায় যাও, দেখে আস আমার মেয়েটা ঠিক আছে কি না। আমি মনে করি, এই অবস্থার অবসানে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। সামাজিক বৈষম্য-বঞ্চনার অবসানে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। কারণ নারীর জয় সবার জয়। আমরা পেরেছি, আমরা পারবো।'

রংপুর অঞ্চলের অঞ্জলী রাণী দেবী বলেন, 'আমার একটা স্বপ্ন ছিল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত নারীদের জন্য কাজ করে যাওয়ার। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। এরপর আমি তৃণমূল পর্যায়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি।' তিনি বলেন, 'রংপুর অঞ্চলে এযাবৎ ১৫০টির বেশি নারী সংগঠন গড়ে উঠেছে। নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি বন্ধে আমরা প্রায় ১০০টির মত মামলায় নারীদেরকে সহযোগিতা করেছি। শিশুর টিকা, জন্মনিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা কাজ করছি। আমাদের নারীনেত্রীদের উদ্যোগের ফলে কিছুটা হলেও এই অঞ্চলে নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা নারীদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে আরও কাজ করে যাবো এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রে নারীরা যেন সমান অধিকার পায় সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাবো।'

ঝিনাইদহ অঞ্চলের ফিরোজা বুলবুল কলি বলেন, 'আমরা যে নারী শুধু এটুকুই জানতাম, কিন্তু আমাদের মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। স্বামী একটা সুন্দর শাড়ি দিবে, আর আমরা নারীরা শুধু সে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াবো– এমন মানসিকতা থেকে বের হয়ে সমাজকে কীভাবে কিছু দিতে পারি সেই ভাবনা আমাদের মাঝে এসেছে। একটি সমাজকে যদি আমরা একটি পাখির সাথে তুলনা করি তবে সেই পাখির দুটি ডানা থাকে, একটি ডানা নারী, আরেকটি ডানা পুরুষ। আমরা যদি উন্নয়ন করতে চাই, তাহলে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে, আর বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক সেই কাজটিই করে যাচ্ছে। আমাদের এই উন্নয়ন ধারায় যেন আরও নারীদের সংযুক্ত করতে পারি সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। কীভাবে নারীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে তাদের সম্মান করতে হয় সেই শিক্ষা যদি আমাদের পুরুষদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে পারি এবং আরও অনেক নারীকে আমরা যদি বিকশিত করতে পারি তাহলে বাংলাদেশ একদিন পরিবর্তন হবেই।'

অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আমন্ত্রিত অতিথিগণের বক্তব্যের শেষভাগে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন আনার প্রস্তাব আনা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়: গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৫৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সদস্যরা গঠনতন্ত্রে সংশোধন আনার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবগুলো সম্মেলনে উত্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

আলোচনা পর্ব সমাপ্তির পর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নেত্রীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নারীনেত্রীরা সঙ্গীত, নৃত্য এবং কবিতার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ এলাকার ঐতিহ্য সবার সামনে তুলে ধরেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ২০১৫-২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনের বিশেষ অতিথি ক্যাথি বার্ক ও ড. বদিউল আলম মজুমদার ২০১৫-২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দকে তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। এরপর বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সভাপতি রাশেদা আখতার কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। সম্মেলনের শেষ পর্বে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন বিলুপ্ত ঘোষিত কমিটির নেত্রীরা। এরপর নব-নির্বাচিত সভাপতি তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

চিত্র: নব-নির্বাচিত সভাপতি রাশিদা আক্তার শেলীকে বরণ করে নিচ্ছেন সাবেক সভাপতি রাশেদা আখতার

চিত্র: নব-নির্বাচিত সভাপতি রাশিদা আক্তার শেলী তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করছেন

উল্লেখ্য, দেশের দশটি অঞ্চল থেকে আগত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নারীনেত্রীরা তাদের অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম সম্মেলন প্রাঙ্গণে ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন। এর মধ্য থেকে বরিশাল অঞ্চল শ্রেষ্ঠ ডিসপ্লে বোর্ড পুরস্কার লাভ করে। ময়মনসিংহ এবং রংপুর অঞ্চল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। এছাড়া অনুষ্ঠানের শেষভাগে র‍্যাফল ড্র-তে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সকাল থেকেই সকল নারীনেত্রীদের মুখে ছিল হাসি আর আনন্দ, একইসঙ্গে বক্তব্য আর অনুভূতি ব্যক্ত করার ক্ষেত্রেও ছিল দৃঢ় মানসিক অঙ্গীকার। সকালের সেই স্নিগ্ধ হাসি ম্লান হয়ে যায়নি সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে, তথা পড়ন্ত দুপুরেও। আনন্দ-উল্লাস-উদ্‌যাপন, ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর এবং নারীর জন্য বৈষম্যমুক্ত ও সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়েই শেষ হয় তৃণমূলের নারীনেত্রীদের এই মিলনমেলার।

প্রতিবেদন প্রণয়নে: নেসার আমিন ও আনোয়ার হোসেন ফরহাদ।

‘সামাজিক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাব্রতী নাগরিক নেতৃত্ব শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

প্রকল্পের আওতায়–

- ৭ জেলায় ১৫০ জন স্বেচ্ছাব্রতী সৃষ্টি করা হয়েছে
- ২৮,০০০ মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে
- মোট ৩,৯৪৬টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
- এক কোটি আশি লাখ টাকা সংগ্রহ এবং বিতরণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ‘Let’s Rise Together: Innovations in Alternative Development Solutions’ শিরোনামে ‘সামাজিক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাব্রতী নাগরিক নেতৃত্ব শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্পের উপর একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি ২৭ অক্টোবর ২০১৯, দি ডেইলি স্টার ভবনের এ.এস. মাহমুদ সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি। সভাপতিত্ব করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার। অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফা কে মুজেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক জনাব ড. কাজী মারুফুল হাসান, প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব সিদ্দীকি রুবেল এবং গবেষক জনাব আবু আলা মাহমুদ হাসান। এছাড়াও সভায় বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ মান্নান এমপি বলেন, ‘দারিদ্র্য আমাদের সমাজে বহুবছর ধরে গেড়ে বসে আছে। এই দারিদ্র্য মোকাবিলার জন্য নানান জন নানান ভাবে কাজ করছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্টও অনেকদিন ধরে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করছে। এজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। দারিদ্র্য দূরীকরণ সরকারেরও প্রধান এজেন্ডা। দারিদ্র্য মোকাবিলা করার জন্য সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মোকাবিলা করতে গিয়ে হয়তো কৌশলে কিছু ঘাটতি থেকে যায়, তবুও কিছু অগ্রগতি হয়েছে। দারিদ্র্যের ডানা কিছুটা কাটা গেছে।’

তিনি বলেন, ‘সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধান শক্তি হচ্ছে সরকার। সরকার এই লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় করছে। এর কিছু ত্রুটি আছে, যেটা আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি। এখানে সামাজিক পুঁজির কথা বলা হচ্ছে।

সামাজিক পুঁজি পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদ পরিমাপ করা যায়। তাই প্রথমত রাষ্ট্রীয় সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের অনেক অর্জন আছে, সেই অর্জন ধরে রাখতে হবে। আর অর্জন ধরে রাখতে হলে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন।'

স্বাগত বক্তব্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা। আমরা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে একদল স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি, তৃণমূলের নারীদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশ, স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ এবং অ্যাডভোকেসি করা এবং সামাজিক জোট গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

তিনি বলেন, 'আমরা সাধারণত ব্যক্তির অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দেই, সমাজকে খুব একটা গুরুত্ব দেই না। আমাদের এই প্রকল্প সমাজকে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সমাজের সকলকে একত্রিত করে সামাজিক পুঁজির সৃষ্টি করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে যখন সম্পৃক্ততার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তখন একধরনের অদৃশ্য শক্তির দেখা মেলে। সামাজিক পুঁজির মাধ্যমে সমাজকে একত্রিত করে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এই প্রকল্পে সেটা নিয়েই কাজ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে বাস্তবায়নকারীরা সবাই ছিলেন স্বেচ্ছাব্রতী, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তারা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাই এই প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও এই কাজ শেষ হবে না, বরং বলা যায় কাজ সবে শুরু হয়েছে।'

প্রকল্পের সমন্বয়ক সিদ্দীকি রুবেল বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ১৫ নভেম্বর ২০১৫ হতে ৩১ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত আগা খান ফাউন্ডেশন এবং রিজওয়ান আদাতিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় 'সামাজিক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাব্রতী নাগরিক নেতৃত্ব শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ঢাকা, ময়মসিংহ এবং খুলনা বিভাগের ৭টি জেলায় ১৫০ জন স্বেচ্ছাব্রতীর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবাস্তবায়ন করা হয়। যেসব বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো হলো কমিউনিটি ফিলানথ্রোপি, স্টেট এন্টাইটেল্মেন্ট অ্যান্ড লিঙ্কেজ, মাইক্রো অ্যাডভোকেসি এবং ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার। প্রকল্পের আওতায় ২৮,০০০ মানুষকে সম্পৃক্ত করে মোট ৩,৯৪৬টি কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এক কোটি আশি লাখ টাকা সংগ্রহ এবং বিতরণ করা হয়েছে।'

প্রকল্পের মূল্যায়ন তুলে ধরে গবেষক জনাব আবু আলা মাহমুদ হাসান বলেন, 'প্রকল্পটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শুরুতে যেখানে স্বেচ্ছাব্রতীদের মাত্র এক ভাগ ছিল এ ক্যাটাগরিতে, সেখানে এন্ডলাইন সার্ভেতে এসে তা দাঁড়ায় ৬০ ভাগে। অন্যদিকে ক্যাটাগরি ডি ৯০ ভাগ থেকে ৭ ভাগে নেমে আসে। কমিউনিটি ফিলানথ্রোপি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এ শ্রেণিতে বেসলাইনের শতকরা ১২ থেকে ৮০ ভাগে উন্নীত হয়। সবমিলিয়ে বলা যায় প্রকল্পের যে লক্ষ্য ছিল তা অর্জন করে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে।'

প্রকল্পের স্বেচ্ছাব্রতী আঞ্জু আনোয়ারা ময়না বলেন, 'ছাত্রাবস্থা থেকেই মানুষের জন্য কাজ করার তাড়না ছিল আমার মধ্যে। তাই নানা সামাজিক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত রাখি। এত কাজ করার পরেও অতৃপ্ততা থেকে যায়। এরপর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে, নিজেকে চিনতে পারি এবং বুঝতে পারি যে আমি থেকে আমরা হতে পারলেই পরিবর্তন আসবে। এরপর গ্রাম উন্নয়ন দল গঠন করে এলাকায় জরিপ করে হতদরিদ্রদের তালিকা তৈরি করি। এরপর অর্থ সহায়তার জন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, শুধু তাই নয়, ফেসবুকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তুলি। নিজেদের সমস্যাগুলো পরস্পরের সাথে বিনিময় করে সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করি।'

উল্লেখ্য, প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে উক্ত মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘটে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

ঝিনাইদহ অঞ্চল

যশোরে 'পিস অ্যাম্বাসেডর রিজিওনাল কনভেনশন-২০১৯' অনুষ্ঠিত

অধীশ দাশ □'সংঘাত নয়, ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হলো পিস অ্যাম্বাসেডর রিজিওনাল কনভেনশন-২০১৯। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে যশোরের আর.আর.এফ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারে উক্ত কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএফইএস-বাংলাদেশ-এর হেড অব অপারেশন জনাব দেওয়ান আবু তাহের। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন শরীফ মাহমুদুল হাসান এবং ডালিয়া নাসরিন।

শান্তি ও সম্প্রীতির এই আয়োজনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. খোরশেদ আলম। এরপর রাজনৈতিক সহিংসতা ও রাজনৈতিক হানাহানি দূর করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী গৃহীত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ৭০ জন্য পিপিজির (পিস প্রেসার গ্রুপ) সদস্য।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন তুহিন আফসারী, মায়মুনা আক্তার রুবি, মেহের আফরোজ মিতা, লায়লা খাতুন, মো. আব্বাস উদ্দীন, তহুরা খাতুন, ইফতেখার হোসেন, লায়লা আরজুমান, সুকুমার দাশ বাচ্চু, এস. কে. হাসান, বুলু রায় গাঙ্গুলী, শরীফ শরিফুল হামিদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, খলিলুর রহমান, ফারুক খান, মাসুদ করিম, জেমস রিপন, মো. হাফিজুর রহমান, মো. লোকমান হাকিম, খালেদা ওহাব, মো. সাইফুল বারী, তাজনিহার বেগম, আব্দুর রশিদ, মো. মইন তালুকদার এবং শামীম আজাদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'নাগরিক হিসেবে আমরাই এদেশের মালিক। তাই এই দেশকে গড়ে তোলা এবং দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার দায়িত্বও আমাদের। আমি মনে করি, সংঘাত কখনই শান্তি বয়ে আনতে পারে না। তাই সকল রাজনৈতিক দলকে শান্তি ও সহযোগিতার আদর্শ লালন করতে হবে। আশার কথা হলো পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিপিজির সদস্যরা এক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করছেন'।

গাংনী উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বিকাশ বিষয়ক রির্ফেশার্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

হেলাল উদ্দিন □ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের (সাহারবাটি, কাথুলী, মটমূড়া, ষোলটাকা ও কাজিপুর) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আত্মনির্ভরশীল এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বিকাশ বিষয়ক রির্ফেশার্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৮-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রশিক্ষণে সাহারবাটি, কাথুলী ও মটমূড়া ইউনিয়নের ৬ জন নারী ও ২৭ জন পুরষ-সহ মোট ৩৩ জন এবং ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রশিক্ষণে ষোলটাকা ও কাজিপুর ইউনিয়নের ৬ জন নারী ও ২০ জন পুরষ-সহ মোট ২৬ জন জনপ্রতিনিধি, সচিব ও হিসাব সহকারীগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলো যশোরের আর.আর.এফ টার্ক-এর ৬ ও ৭নং ক্লাস রুমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. মাসুদুর রহমান রঞ্জু, মো. খোরশেদ আলম, প্রোগ্রাম অফিসার সুখময় পাল, এলাকা সমন্বয়কারী মো. হেলাল উদ্দীন এবং গিয়াস উদ্দিন। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রতিটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণ করেন। তারা এই প্রশিক্ষণ থেকে তাদের অনেক অজানা বিষয়কে সহজভাবে জানতে ও বুঝতে পারেন। প্রশিক্ষণার্থীরা এসডিজি পরিপ্রেক্ষিত ও ধারণা, এমডিজি ও এসডিজির মধ্যকার পার্থক্য, এসডিজির অভীষ্ট, সূচক, গ্লোবাল ভিশন ও প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ ও জাতীয় ভিশন, এসডিজির স্থানীয়করণ কী, কেন এবং কীভাবে স্থানীয়করণ হতে পারে, এসডিজির স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া, এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান ও করণীয় নির্ধারণ-সহ বিভিন্ন বিষয় জানতে পারেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তুলতে ইউনিয়ন পরিষদের সম্মিলিত প্রত্যাশা, ইউনিয়ন পরিষদের করণীয় কী কী এবং কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা হবে তা তুলে ধরেন।

ঢাকা অঞ্চল

দিঘী ইউনিয়নে স্থায়ী কমিটির ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আব্দুস সালাম □ নভেম্বর ০৬, ২০১৯ তারিখে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়ন পরিষদে 'স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন ও স্থায়ী কমিটির ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দিঘী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মতিন মোল্যা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব মোহাম্মদ আসলাম।

সভায় জনাব মোহাম্মদ আসলাম বলেন, 'বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে জনগণের দোরগোড়ার সরকার। আর ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো একটি শক্তিশালী দিক হচ্ছে স্থায়ী কমিটি। ফলে স্থায়ী কমিটিগুলো শক্তিশালী ও কার্যকর না হলে এই সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ এসডিজির অভীষ্ট অর্জন করতে হলে এটাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে, অর্থাৎ এসডিজিকে সামাজিকীকরণ করতে হবে। আর সামাজিকীকরণ করতে দরকার গ্রামের জনগণের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। এই জনগণ যদি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়, তবে যে কোনো কাজ করা সম্ভব।' তিনি বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে প্রতিটি গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে সোশ্যাল ম্যাপিং কর্মশালার মধ্য দিয়ে তারা তাদের গ্রামের সমস্যা চিহ্নত করেছেন। এখন দরকার ইউনিয়ন পরিষদের যথাযথ নেতৃত্ব।'

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মতিন মোল্যা বলেন, 'আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবো। অন্য পরিষদ থেকে আমাদের পরিষদের অন্যতম শক্তির জায়গা হচ্ছে পরিষদের বেশিরভাগ সদস্য তরুণ। ফলে এই তরুণ নেতৃত্বই এসডিজি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন।' তিনি বলেন, 'আমাদের স্থায়ী কমিটি গঠনে কিছু ত্রুটি রয়েছে। তবে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্থায়ী কমিটিগুলো পুনর্গঠন করে ফেলবো এবং সেগুলোকে সক্রিয় রাখার জন্য কাজ করে যাবো।'

মতবিনিময় সভায় স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও হস্তান্তরিত সকল বিভাগের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় হস্তান্তরিত বিভাগের সদস্যগণ জানান, এসডিজি অর্জনে যে কারিগরি সহযোগিতা দরকার আমরা আন্তরিকভাবে সেসব সেবা দেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবো।

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে

ভিডিটির উদ্যোগে সামাজিক মানচিত্র অঙ্কন বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন

এসডিজি অর্জনে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নের দশটি গ্রামে সামাজিক মানচিত্র অঙ্কন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি কর্মশালায় গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্যগণ-সহ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। কর্মশালার শুরুতে পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ গ্রামের সার্বিক চিত্র অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। গ্রাম পরিভ্রমণ শেষে সকলে মিলে গ্রামের একটি সামাজিক মানচিত্র অঙ্কন করেন। এরপর এই গ্রামে কতগুলো পরিবার আছে তা তারা নির্ণয় করেন। এই পরিবারগুলোকে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত, তাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাষণের ব্যবস্থা কেমন তা চিহ্নিত করা হয়। এরপর ঐ গ্রামে কী ধরনের সামাজিক সমস্যা রয়েছে তা চিহ্নিত করা হয় এবং সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা হয়। উপরোক্ত কর্মশালাগুলো ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে দিঘী ইউনিয়নের কোটাই, ভাটবাউরম মূলজান ও রোহাদহ-সহ দশটি গ্রামে সম্পন্ন করা হয়।

রাজশাহী অঞ্চল

ইয়ুথ ইউনিটের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সুযোগ পাচ্ছে ছাত্রীরা

কোটালীপাড়া ফতেপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ‘কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন’ পরিচালনার মাধ্যমে গঠিত ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্যাম্পেইনটি পরিচালনার আগে বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য কোনো ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিলো না, টিফিনের সময় ছাত্রীরা বসে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করে সময় কাটাতো। ক্যাম্পেইনটি শুরু হওয়ার পর ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা প্রধান শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীদেরকে খেলাধুলার সামগ্রী দেয়ার জন্য আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ইয়ুথ ইউনিটকে খেলার জন্য হ্যান্ডবল কিনে দেয়া হয়। রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার জাহানাবাদ ইউনিয়নে অবস্থিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এখন সপ্তাহে দুইদিন টিফিনের সময় হ্যান্ডবল খেলে। খেলার সুযোগ পেয়ে তারা সবাই খুশি। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সুযোগ থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা এখন আনন্দ নিয়েই নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং লেখাপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে।

নারীনেত্রী আনজুয়ার নেতৃত্বে সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে সমিতি

নারীনেত্রী আনজুয়ার নেতৃত্বে সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে বাকশিমইল ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বাকশিমইল গ্রামের ‘প্রত্রপুর শিউলি মহিলা

সমিতি’। ২০০৫ সালে গ্রামের ৩৫ জন নারীকে সমিতিটি গড়ে তোলেন তিনি। সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে দশ টাকা সঞ্চয় করেন। তারা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বসে সমিতিতে কত টাকা সঞ্চয় হয়েছে তার খোঁজ-খবর নেন। আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য জনতা ব্যাংকে সমিতির নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছেন আনুজুয়া। আনুজুয়া-সহ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নয়জন সদস্য রয়েছেন। আনজুয়া জানান, নিয়মিত সমিতির সভা আয়োজন করা হয়। সমিতির সিদ্ধান্তগুলো রেজুলেশন খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সমিতিতে কোনো সমস্যা হলে সবাইকে ডেকে বিষয়টির সমাধান করার চেষ্টা করেন তারা। ইতিমধ্যে সমিতির সদস্যরা সঞ্চয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (যেমন, সেলাই, ব্লক-বাটিক ইত্যাদি) গ্রহণ করে নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন। একইসঙ্গে সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ যেমন, নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধ, জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ এবং শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণে ইত্যাদি বিষয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করছেন। এছাড়া সমিতিতে নিয়মিত গণগবেষণা চর্চা করা হয়। আনজুয়া জানান, ‘প্রত্রপুর শিউলি মহিলা সমিতি’র বর্তমান সঞ্চয় প্রায় এক লাখ টাকা। তার মতে, তাদের সংগঠনটি একটি আদর্শ সংগঠন। তাদের সংগঠনটি দেখে এলাকার মানুষের মধ্যে সংগঠন তৈরির আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

সিলেট অঞ্চল

তরুণ সংগঠক ও সাংবাদিক উজ্জীবক সুজন তালুকদার-এর এগিয়ে চলা

চিত্র: সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন উজ্জীবক সুজন তালুকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়)

উজ্জীবক এমন একজন স্বেচ্ছাব্রতী মানুষ যিনি নিজ দায়িত্বে আপন ভাগ্য গড়েন এবং অন্যকে তার ভাগ্য গড়তে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেন। এমনই একজন উজ্জীবক তরুণ সংগঠক সুজন তালুকদার। সুজন সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকের সিংচাপইড় ইউনিয়নের সৈদের গাঁও গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ২০১২ সালে সিংচাপইড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোর্শেদ চৌধুরীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৯০৪তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তার মনোজগতে ঘটায় এক বিশাল পরিবর্তন। ‘আত্মশক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না’– এই স্লোগানটি তার মনকে আন্দোলিত করে তোলে। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে আত্মবিশ্বাস পান তিনি এবং তার মনে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগ্রত হয়। এরপর তিনি গণবেষণা কর্মশালা এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। উজ্জীবক হওয়ার পর থেকে সুজন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ব্যানারে বিভিন্ন ওয়ার্ডে আয়োজিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযানগুলো সক্রিয় সহযোগিতা করতে থাকেন। মানব সেবায় বিশেষ অবদান

রাখার জন্য ২০১৬ সালে সুজন তালুকদার সম্মাননা স্মারক অর্জন করেন। তার হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং ছাতক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অলিউর রহমান চৌধুরী বকুল।

পুরস্কার পেয়েই থেমে যাননি সুজন। তিনি তার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নান্টু রঞ্জন-এর সঙ্গে আলাপ করে অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশের আয়োজন করেন। সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচানার পাশাপাশি সুজন নিজেকে একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি গ্রামের এক বড় ভাই সৈয়দ শিপন-এ সহায়তায় গ্রামীণফোনে একটি চাকরি নেন তিনি। বর্তমানে তিনি সমাজের চোখ নামক একটি অনলাইন পত্রিকার সুনামগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি, জাতীয় দৈনিক আলোকিত সকাল পত্রিকার ছাতক উপজলা প্রতিনিধি এবং সাপ্তাহিক অগ্রযাত্রা পত্রিকার সুনামগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উজ্জীবক সুজন তালুকদার ছাতক প্রেসক্লাবের একজন সদস্য। তিনি অনলাইন জনকল্যাণ নামের একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা হয়ে নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখছেন।

কাপড় সেলাই করে সুফিয়া আক্তার এখন স্বাবলম্বী

সাইফ উল্লাহ □ প্রত্যেক মানুষের বিশেষ কিছু প্রতিভা রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে আত্মশক্তি। সেই প্রতিভা ও আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কেউ হতে পারে স্বাবলম্বী। অবদান রাখতে পারে নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে। নিজ প্রতিভা ও আত্মশক্তিকে কাজে এভাবেই স্বাবলম্বী হয়েছেন নারীনেত্রী সুফিয়া আক্তার।

সুফিয়া আক্তার সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের নয়াহালট গ্রামের একজন সাধারণ গৃহবধূ। স্বামী মৃত আবুল কালাম। অভাবের কারণে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে থাকেন। সন্তানদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করে উপার্জন করার পথ খুঁজতে থাকেন তিনি। এসময় তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এর কিছুদিন পর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজিত দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক তিন মাসব্যাপী এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর তিনি অবসর সময়ে নিজ বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। সেলাইয়ের কাজ করে তিনি প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা আয় করতে থাকেন। সুফিয়া আক্তার জানান, উপার্জন বাড়ায় বর্তমানে তার পরিবার স্বচ্ছতা এসেছে এবং বর্তমানে পরিবার ও সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুফিয়া আক্তার এখন তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারেন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতা করতে পারেন। পাশাপাশি তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্রাম উন্নয়ন কমিটির (ভিডিটি) সদস্য হিসেবে গ্রামের উন্নয়নে সক্রিয় রয়েছেন। সুফিয়া আক্তার তার দুই মেয়ে এবং এক ছেলেকে লেখাপড়া করিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান এবং সমাজের অবহেলিত মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যেতে চান আজীবন।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাসব্যাপী প্রচারাভিযান

বাল্যবিবাহ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর মাসজুড়ে ময়মনসিংহ সদর উপজেলা, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর, গোপালপুর এবং কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলায় প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এই প্রচারাভিযান শুরু হয় ১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে।

ইতিমধ্যে বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ বিভাগকে বাল্যবিবাহমুক্ত বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাল্যবিবাহ বন্ধে সচেতনতা তৈরি করার জন্য ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ভাবখালী ইউনিয়ন পরিষদ এক আলোচনা সভার আয়োজন করে, যে সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য, ইউপি জনপ্রতিনিধি, স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দাপুনিয়া ইউনিয়নের কাতলাসেন গ্রাম উন্নয়ন দল ১৮০টি পরিবারে বাল্যবিবাহ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার জন্য গণসংযোগ করে। একই বিষয়ে চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল, চরদুভলা ও দিগলাপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল এবং কিশোরগঞ্জ জেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নে জাটিয়াপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল বাল্যবিবাহ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। প্রচারাভিযানকালে গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে বাল্যবিবাহ আইন, বাল্যবিবাহের শাস্তি এবং বিভিন্ন স্লোগান ও সরকারের হেল্পলাইন নম্বর সম্বলিত তথ্যসহ ২০২০ সালের ক্যালেন্ডার পৌঁছে দেয়া হয়। গ্রামের সাধারণ জনগণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারাভিযানে অংশ নেন এবং তারাও বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মঈনুল ইসলাম সোহেল এখন আর চাকরি খোঁজেন না

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ বদলে দিয়েছে মঈনুল ইসলাম সোহেল-এর চিন্তা-চেতনা, বৃদ্ধি করেছে তার আত্মশক্তি, যে আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি এখন স্বাবলম্বী হওয়ার পথে। সোহেল ময়মনসিংহ সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের গোষ্টকান্দাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এমএ পাস করার পর তিনি কোনো চাকরি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করে তিনি গ্রাম উন্নয়ন দলের একজন সক্রিয় সদস্যে পরিণত হন।

তিনি অনুধাবন করেন, চাকরির সোনার হরিণের আশায় বসে না থেকে নিজ আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনিও হতে পারেন একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি। মানসিক দৃঢ়তা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি বসত বাড়ির পাশে পড়ে থাকা পতিত জমিতে একটি পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলেন। গত চালানে ১৭ টাকা দরে একদিনের প্রতিটি মুরগির বাচ্চা ক্রয় করেন তিনি। মাত্র ২৮ দিন পালন করে সব খরচ বাদে তার ২২ টাকা লাভ হয়। বিনিয়োগ কম, কিন্তু লভ্যাংশ বেশি। বর্তমানে তিনি যে মোরগগুলো পালন করছেন সেগুলোও ২৮ দিন পর বিক্রি করবেন তিনি। এতেও তার ভালো লাভ হবে বলে আশা করছেন সোহেল।

মঈনুল ইসলাম সোহেল তার ফার্মটিকে আরও পরিসরে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তিনি এখন তার নিজ এলাকায় নিজ প্রচেষ্টায় আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে হার না মানা এক সৈনিকে পরিণত হয়েছেন এবং অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা তৈরি করেছেন।

গোপালপুরে 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তারুণ্যের ভাবনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় উপজেলার সভাকক্ষে 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তারুণ্যের ভাবনা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় এবং পিস প্রেশার গ্রুপের (পিপিজি) আয়োজনে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক বাণী চক্রবর্তী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিকাশ বিশ্বাস, গোপালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, গোপালপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন এবং আলমনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মোমেন প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সভাপতি আনজু আনোয়ারা ময়না, পিস পেশার গ্রুপ সমন্বয়কারী মাহবুব রেজা সরকার, গোপালপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন, সাংবাদিক মো. সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব রফিকুল ইসলাম মুকুল-সহ আরও অনেকে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গোপালপুর সরকারি কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র আব্দুল মালেক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গোপালপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার দত্ত।

বরিশাল অঞ্চল

কেওড়া ইউনিয়নে হলিডে ক্যাম্প-২০১৯
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি

মো. জাকির হোসাইন □ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে ঝালকাঠি সদর উপজেলার কেওড়া ইউনিয়নের চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিটের ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'হলিডে ক্যাম্প'। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯, ঝালকাঠি সদর উপজেলার কেওড়া ইউনিয়নের তারুলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উক্ত 'হলিডে ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী এ আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'-এর অন্তর্ভুক্ত ঝালকাঠি সদর উপজেলার কেওড়া ইউনিয়নের চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদেরকে একত্রিত করা, এই ক্যাম্পেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিগত বছরগুলোতে তাদের অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশলসমূহ পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করার মধ্য দিয়ে তাদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। এই শিখন প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় একটি আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে।

জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব মেহের আফরোজ মিতা। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানকালে তিনি উপরোক্ত ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এরপর বক্তব্য রাখেন তারুলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আকছেদ আলী খন্দকার। তিনি এমন একটি আয়োজনের জন্য হাঙ্গার প্রজেক্ট-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য আরিফা, তানজিলা, কাইমুন ও কলি।

দ্বিতীয় পর্বটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বে ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা তাদের স্কুলভিত্তিক বিগত বছরের কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৌশল উপস্থাপন করেন। হলিডে ক্যাম্পে জানানো হয়, ইয়ুথদের অর্জনসমূহের মধ্যে ছিল অভিযোগ বক্স তৈরি, সামাজিক ম্যাপ তৈরি, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠনে সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সহায়তার জন্য তহবিল গঠন, বিদ্যালয়ে সততা স্টোর তৈরি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ঝরেপড়া রোধ-সহ প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করার জন্য উঠান বৈঠকের আয়োজন ইত্যাদি।

এই পর্বে প্রতিটি ইউনিট থেকে উপস্থিত বক্তৃতা, নাটক প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতামূলক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বক্তৃতার বিষয় ছিল যৌন হয়রানি, বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধ, পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয়, কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ রোধ এবং মানসম্মত শিক্ষা।

দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য, দুপুর খাবারের পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ।

দিনশেষে তারুলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আকসেদ আলী খন্দকার-এর নেতৃত্বে উপস্থিত সকলকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়ার শপথ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে হলিডে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘটে।

বাবুগঞ্জে 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কর্মসূচির সম্মাননা প্রদান

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জে বাল্যবিবাহ ও যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে অবদান রাখা এবং 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর ২০২০, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও হার চয়েজের উদ্যোগে উপজেলার ঐতিহ্যবাহী রাশেদ খান মেনন মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজিত হাওলাদার। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বীথিকা সরকার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন, বিআরডিবি চেয়ারম্যান ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান খালেদা ওহাব, বিমানবন্দর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক উপজেলা কমিটির সম্পাদক আরিফ আহমেদ মুন্না প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা। অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, বাহেরচর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইউসুফ আলী, সবুজ বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু জাফর মো. সালেহ, রাকুদিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান তালেব, অভিভাবক আব্দুল মান্নান ফকির, শিক্ষার্থী আমিনা রহমান সেতু এবং হুমায়রা হোসেন তনিমা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহ ও যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানে অংশ নেওয়া এবং 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কর্মসূচিতে বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রাখার জন্য উপজেলার ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও ইয়ুথ লিডারদের মধ্য থেকে নির্বাচিত মোট ৩২ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এসময় নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিরা।

বাবুগঞ্জে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রচারাভিযান, আলোচনা সভা ও নাটক প্রদর্শন

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জামিল রেজা। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, 'একটি সুস্থ জাতি পেতে প্রয়োজন একজন শিক্ষিত মা, বলেছিলেন প্রখ্যাত মনিষী ও দার্শনিক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। অথচ আজ এই একুশ শতকে এসেও বাংলাদেশের ৬৬ শতাংশ কন্যাশিশু এখনো শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার থেকে বঞ্চিত, যার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। অথচ আগামী প্রজন্মের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে বাল্যবিবাহ একটি বড় বাধা। তাই বাল্যবিবাহ রোধে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।'

এছাড়া ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে হাদিবাসকাঠী গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) আয়োজনে হাদিবাসকাঠী গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ জাহাঙ্গীরনগর আগরপুর বাজার সংলগ্ন রোডে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা এবং ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে রহমতপুর ইউনিয়নে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে গণসচেতনতা তৈরিতে আলোচনা সভা ও নাটক প্রদর্শিত হয়।

খুলনা অঞ্চল

এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) এগিয়ে যাওয়া

সাধন দাশ □ এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের মাসে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার শুভদিয়া ইউনিয়নের ঘনশ্যামপুর গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) গঠন করা হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্যকে ভিডিটির উপদেষ্টা করে উজ্জীবক, নারীনেত্রী, ইয়ুথ লিডার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ২১ সদস্য বিশিষ্ট ভিডিটি গঠিত হয়। ভিডিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূলে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য গ্রামের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদান করা, গ্রামের সকল সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর অগ্রাধিকার নির্ণয় করা এবং তা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা। সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে উঠান বৈঠক, কর্মশালা ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ২০১৭ সালের ১-৭ এপ্রিল ভিডিটির সদস্যগণ ঘনশ্যামপুর গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি জরিপ করেন। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, এই গ্রামে ১ হাজার ২০৭ জন লোকের বসবাস, যার মধ্যে ৫৮৩ জন নারী ও ৬২৪ জন পুরুষ। এই গ্রামে রয়েছে ৩৮১টি পরিবার, এদের মধ্যে ৪৮টি পরিবার হতদরিদ্র, ৩০৪টি মধ্যবিত্ত ও ২৯টি রয়েছে ধনী পরিবার। এই গ্রামের শিক্ষার হার ৬২ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ঘনশ্যামপুর গ্রামে বয়স্ক ভাতা ভোগী ২৩ জন, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত ভাতাভোগী ০৯ জন, প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী ০৬ জন, মাতৃত্বকালীন ভাতা পান ০৪ জন এবং ভিজিডি খাদ্য সহায়তা পান ১৯ জন। এই গ্রামে গভীর নলকূপ রয়েছে ২১টি, অগভীর নলকূপ রয়েছে ২৩৭টি। স্বাস্থ্যসম্মত পারিবারিক ল্যাট্রিন ১২০টি, মোটামুটি ভালো ল্যাট্রিন ২০৭টি, নিম্নমানের ল্যাট্রিন ৩৫টি। প্রথম থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ে ৩৭৭জন ছেলেমেয়ে। এসকল জরিপকে সামনে নিয়ে ২০১৭ সাল থেকে ভিডিটির সদস্যরা নিবিড়ভাবে কাজ করছেন।

২০১৯ সালে এই গ্রামে ভিডিটির চারটি ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্য থেকে ১ থেকে ৭নং ও ১৬নং অভীষ্ট নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। প্রতিটি সভা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। রেজুলেশন খাতায় লিপিবদ্ধ থাকা এসডিজিভিত্তিক বিগত সভার পর্যালোচনা এবং আগামী তিন মাসের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের জন্য ভিডিটির সদস্যদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ফলো-আপ সভা থেকে জানা যায়, ভিডিটির সদস্যদের মাধ্যমে ০৩ জন বয়স্ক ভাতা, ০২ জন বিধবা ভাতা, ০৭ জন ভিজিডি খাদ্য সহায়তা পেয়েছেন। তাদের মাধ্যমে এই গ্রামে ২০১৯ সালে বাল্যবিবাহ বন্ধে ১৩টি উঠান বৈঠক, ঝরে পড়া রোধে ০৭টি উঠান বৈঠক, ১টি অভিভাবক সভা ও বৃক্ষরোপণ বিষয়ক একটি প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে চারটি বাল্যবিবাহ বন্ধ, সাতজন শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, ১৩ জন গর্ভবতী মায়ের নিরাপদে সন্তান প্রসব, ১৯টি স্বাস্থ্যসম্মত পারিবারিক ল্যাট্রিন, ০৬টি পারিবারিক বিরোধ নিরসন, ০৯টি যৌতুক প্রতিরোধ, ৩৪টি জন্মনিবন্ধন, ৮৭জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, ১১ জনের কর্মসংস্থান, ২ হাজার ২৫০টি বৃক্ষরোপণ এবং দুটি নারী সংগঠন তৈরি হয়েছে। এই সংগঠন দুটির বর্তমান মূলধন প্রায় ২০ হাজার টাকা এবং সদস্য সংখ্যা ৩৫ জন।

ভিডিটির সদস্যদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সুসম্পর্ক ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে। ভিডিটির সভায় উপস্থিত থেকে স্থানীয় ইউপি সদস্য ভিডিটি গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড লক্ষ করেন এবং সহযোগিতা করেন। ভিডিটির সক্রিয়তার কারণে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি ক্লিনিকে স্থানীয় মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, দারিদ্র্য বিমোচনে ওয়ার্ডসভা ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে তৃণমূলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীদেরর মতামত প্রদানের সুযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আর ঘনশ্যামপুর মতো একইভাবে তৃণমূলে এসডিজি বাস্তবায়নের ব্রত নিয়ে শুভদিয়া ইউনিয়নের দশটি ভিডিটি কাজ করে চলেছে।

নজরুল ইসলাম একজন অনুকরণীয় উজ্জীবক

মনিরুজ্জামান □ একজন সামরিক কর্মকর্তা উজ্জীবক হলে সেই উজ্জীবিত মানুষটি সমাজ পরিবর্তনে কী রূপ ভূমিকা রাখতে পারে মোল্লা নজরুল ইসলাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে গ্রামে ফিরে তার চারপাশের মানুষকে সংগঠিত করে তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, এই কর্মযজ্ঞের প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? তিনি হেসে উত্তর দেন, কেন উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে।

মোল্লা নজরুল ইসলাম-এর জন্ম বাগেরহাট জেলার কাড়াপাড়া ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামে। এইচএসসি পাস করার পর তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস-এ (এখনকার বিজিবি) যোগ দেন। আর তখন থেকেই গ্রাম ছাড়া এই মানুষটি। গ্রামে ফেরেন ২০০২ সালে। অবসর জীবনে কাজকর্মহীন একগুয়ে জীবন। সময় কাটছিল না তার। এমন সময় তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১৩৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেন তিনি। তার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগ্রত হয়। গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য কিছু করার জোর তাগিদ অনুভব করতে থাকেন।

প্রথমেই তিনি শুরু করেন হতদরিদ্র মানুষের সন্তানদের বিনা বেতনে প্রাইভেট পড়ানো। ছয়জন শিশু নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। এই শিশুরা বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। মোল্লা নজরুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পনেরোতে। প্রাইভেট পড়ানোর পাশাপাশি তিনি গ্রামের শিশুরা যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং কেউ যাতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে সে বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করে তুলছেন। যৌতুক, নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ রোধেও কাজ করছেন মোল্লা নজরুল। এ লক্ষ্যে তিনি উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করছেন। সামাজিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি রাজাপুর গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মোল্লা নজরুল ইসলাম উপলব্ধি করেন সমাজের হতদরিদ্র মানুষদের অনেকেই বেকার। আর এই বেকারত্বই তাদের দরিদ্রতার মূল কারণ। তাদের জীবন থেকে দরিদ্রতার অভিশাপ মুছে ফেলতে তিনি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের সহায়তায় গড়ে তুলেছেন 'মগরা রাজাপুর সিআইজি' নামক একটি সমিতি। এর সমস্যা সংখ্যা ৩০ জন হতদরিদ্র কৃষক। তারা এখানে প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা সঞ্চয় করেন। শুধু সঞ্চয়ই নয়, তারা প্রতি মাসে মাসিক সভায় বসে কৃষির উন্নয়ন, চাষে ফলন বৃদ্ধি, কীটনাশকমুক্ত সবজি উৎপাদন নানা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন। সিআইজি সমিতির মূলধন এখন ১ লাখ ৬২ হাজার টাকা। এখান থেকে অর্থ নিয়ে এই সমিতির ১১ জন কৃষক চাষবাস করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

মোল্লা নজরুল ইসলাম ও ভিডিটির সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে রাজাপুর গ্রামে। গ্রামে কমেছে দরিদ্রতা, নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহের হার এবং বেড়েছে শিক্ষার হার। এছাড়া তাঁদের প্রচেষ্টায় রাজাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রায় ৩০ জন ছাত্রী সাইকেল চালিয়ে বিদ্যালয়ে আসে।

মোল্লা নজরুল ইসলাম আজ সমাজ রূপান্তরের এক অগ্রণী সৈনিকে পরিণত হয়েছেন। আমৃত্যু সমাজের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যেতে চান বলে জানান তিনি।

রংপুর অঞ্চল

গংগাচড়ায় স্বেচ্ছাব্রতীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

এসডিজি অর্জনে আরও বলিষ্ঠভাবে কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে স্বেচ্ছাব্রতীদের সফলতা পর্যালোচনা ও করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯, গংগাচড়া মুক্তিযুদ্ধ

কমপ্লেক্সে উক্ত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে প্রায় ৩০০ জন স্বেচ্ছাব্রতী অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, গংগাচড়া উপজেলার সমবায় কর্মকর্তা আফতাবুজ্জামান, গংগাচড়া উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রাজিয়া খাতুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ওবায়দুল্লাহ, চেংমারী কুটিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৈলখ্য চন্দ্র রায়, ধামুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মতিয়ার রহমান, মর্ণেয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মোছাদ্দেক আলী আজাদ, গজঘন্টা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. লিয়াকত আলী এবং নারীনেত্রী নিলুফা বেগম প্রমুখ।

জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে মতবিনিময় সভার শুভ সূচনা হয়। এরপর সভায় বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত উজ্জীবক, নারীনেত্রী, ইয়ুথ লিডার, গণগবেষক ও তথ্যবন্ধুরা বিগত দিনে তাদের অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য, অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় করেন। তাদের মধ্যে কেউ বাল্যবিবাহ রোধে সফল হয়েছেন, আবার অনেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে সকলকে সচেতন করে তুলেছেন। এছাড়া যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশু শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার বিষয়েও মানুষকে সচেতন করতে অনেকে কাজ করে করেছেন।

মতবিনিময় সভায় গংগাচড়ার নয়টি ইউনিয়নের ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা ২০২০ সালে তাদের ইউনিয়নভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সকলের সামনে তুলে ধরেন। এতে যৌতুক প্রথা বিলোপ, বাল্যবিবাহ রোধ, বৃক্ষরোপণ, নিরাপদ পানির ব্যবহার, সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি, স্টাডি সার্কেল আয়োজন, আয়মুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া এবং দারিদ্র্য বিমোচন-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি উঠে আসে। ড. বদিউল আলম মজুমদার-সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা স্বেচ্ছাব্রতীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাদের নানাবিধ অর্জনে তারা মুগ্ধ ও অভিভূত হন। সভার শেষ পর্যায়ে উপস্থিত সকলে এসডিজি অর্জনে আরও বলিষ্ঠভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

রংপুরে অনুষ্ঠিত হলো গণগবেষণা রিফ্লেকশান কর্মশালা

রংপুর ও নীলফামারী জেলার ২৮ জন গণগবেষকের অংশগ্রহণে রংপুরে অনুষ্ঠিত হলো দুই দিনব্যাপি গণগবেষণা রিফ্লেকশান কর্মশালা। কর্মশালাটি ৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে রংপুর লার্নিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ২৯ ডিসেম্বর সন্ধায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানো, পরিচিতি পর্ব ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কর্মশালাটি শুরু হয়। অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পরিচয়ের পাশাপাশি নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। কর্মশালায় গণগবেষণা সংগঠনসমূহের গঠন, বিকাশ, বহুমুখী কর্মকাণ্ড, সাংগঠনিক বিষয়, সংগঠন ভেঙে যাওয়া, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় বিশেষ করে তৃণমূলে এসডিজি অর্জনে করণীয়, কার্যকর ভিডিটি গঠন ও ভিডিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে দলীয় কাজের মাধ্যমে একটি আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেন।

আলোচনায় বলা হয়: সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনগনকে সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছাব্রতীদেরকে কাজ করতে হবে। কারণ দলবদ্ধভাবে কাজ না করে কেউ যখন একা একা কাজ করে সেটা খুব বেশি গুরুত্ব পায় না ও সমাদৃত হয় না। আর দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার একটি সহজ মাধ্যম হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে সংগঠিত করে কাজ করা। আর এজন্য দরকার স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা, যা একসময় গণগবেষণা সমিতি হিসেবে পরিচিতি পেতে পারে। গণগবেষণা সমিতি হতে পারে তৃণমূলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আলোচনায় উঠে আসে যে, একটি গ্রামে যদি একটি সক্রিয় গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) থাকে, তাহলে তারা তাদের নিজ গ্রামে একাধিক গণগবেষণা সমিতি গড়ে তুলতে পারে। সব শেষে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেন অংশগ্রহণকারী গণগবেষকগণ।

ইয়ুথ সদস্যদের প্রচেষ্টায় দুই যুগ পর রেকর্ডভুক্ত রাস্তা উদ্ধার

শাহ আলম □ গংগাচড়া উপজেলার মর্ণেয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম আনন্দবাজার পাড়া ও পূর্ব হিন্দুপাড়ার মধ্যে একটি প্রায় ৫০০ মিটার রেকর্ডভুক্ত রাস্তা ছিল। দুই পাড়ার কিছু লোক রাস্তাটিতে বাড়িঘর তুলে রাস্তা দিয়ে চলাচল বন্ধ করে দেয়। এটি নিয়ে বেশ কয়েকবার গ্রাম্য সালিশ হয়, কিন্তু তাতে কোনো সমাধান আসেনি।

গত বছরে মর্ণেয়া ইউনিয়নে গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ সদস্য তাজুল, ফারুক, দুখু এবং আরজু বেগম গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ ফলো-আপ সভায় এলাকায় সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে রাস্তাটি উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেন। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথমে তারা ইউপি সদস্য, দুই গ্রামের সচেতন ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেন। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে ইয়ুথ ইউনিটের সকল সদস্যরা ইউপি সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে রাস্তাটির ওপর থেকে বাড়িঘর সরিয়ে ফেলে এবং রাস্তাটি উদ্ধার করে। মাটি ভরাট করে ইয়ুথ সদস্যরা রাস্তাটি সংস্কারও করে।

বর্তমানে রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার লোক যাতায়াত করেন। ইয়ুথ সদস্যদের প্রচেষ্টায় রাস্তাটি উদ্ধার হওয়ায় একদিকে লোকজনের যাতায়াতে অনেক সুবিধা হয়েছে, অন্যদিকে দুই পাড়ার মানুষের মাঝে যোগাযোগের সেতু তৈরি হওয়ায় তাদের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধনও তৈরি হয়েছে।

কুমিল্লা অঞ্চল

নিজ ওয়ার্ডকে বাল্যবিবাহমুক্ত করতে চান নারীনেত্রী শুকুরা বেগম

বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি রোধে কাজ করছেন নারীনেত্রী শুকুরা বেগম। শুকুরা কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার আদ্রা ইউনিয়নের মেরকট গ্রামের বাসিন্দা। তার জন্ম খুবই সাধারণ এক পরিবারে। সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ এবং কম বয়সে বিয়ে এসব সত্ত্বেও তার জীবনবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ অসাধারণ। কারণ তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক এক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ শেষে নিজ এলাকায় ফিরে শুকুরা গ্রামের নারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে মেরকট, বেলঘর ও লুদুয়া গ্রামে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উঠান বৈঠক পরিচালনা করে আসছেন।

গত ১০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে নিজ গ্রাম মেরকটে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এরকম একটি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন শুকুরা বেগম। গ্রামের ২৩ জন নারী-পুরুষ এ উঠান বৈঠকে অংশ নেন। এ উঠান বৈঠকে শুকুরা 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭'-এর আলোকে বাল্যবিবাহ কী, বাল্যবিবাহ কেন অপরাধ, আইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি কী এবং বাল্যবিবাহ পরিচালনাকারীর শাস্তি কী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া বাল্যবিবাহের সামগ্রিক কুফল নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। নিজের জীবন থেকে বাল্যবিবাহের কুফলের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে শুকুরা বেগম উপস্থিত সবাইকে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে বাল্যবিবাহকে প্রত্যাখ্যানের অঙ্গীকার করান।

নারীনেত্রী শুকুরা বেগম-এর লক্ষ্য হলো আদ্রা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডকে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা এবং কন্যাশিশুদের বিকাশে কাজ করে যাওয়া।

মঞ্জুমা আক্তার এখন স্বাবলম্বী

গ্রামের নাম সিলইন। এটি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এ গ্রামের বাসিন্দা মঞ্জুমা আক্তার। প্রথম স্বামীর এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। এরপর এক কন্যাসন্তান-সহ বাবা-মায়ের সংসারে ফিরে আসেন মঞ্জুমা। এর দুই বছর পর পুনরায় বিয়ে করেন মঞ্জুমা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার দ্বিতীয় স্বামীও প্রবাসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার আকস্মিকতায় খুবই ভেঙে পড়েন মঞ্জুমা। দুই সন্তানসহ তার ঠাঁই হয় দরিদ্র বাবা-মায়ের সংসারে। সন্তানদের ভরণ-পোষণ-সহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি স্থানীয় এক ইউপি সদস্যের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সামান্য কিছু সহায়তা পেতে থাকেন।

মঞ্জুমা ২০১৩ সালের মার্চ মাসে সিলইন গ্রামে আয়োজিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একটি উঠান বৈঠকে অংশ নেন। এ উঠান বৈঠকের কথাগুলো তার খুব ভালো লাগে। এরপর তিনি নিয়মিত এধরনের বৈঠকগুলোতে উপস্থিত হতে থাকেন। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে মঞ্জুমা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ১৫ দিনব্যাপী বাঁশ-বেতের কাজ বিষয়ক একটি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এই প্রশিক্ষণকে খুবই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মঞ্জুমা নিজ বাড়িতে বাঁশ এবং বেত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতে থাকেন এবং নিজ গ্রামবাসীদের কাছে সেগুলো বিক্রয় করতে শুরু করেন। গ্রামবাসীর কাছ থেকে সাড়া পেয়ে তিনি কিছু টাকা ঋণ নিয়ে পুরো উদ্যমে এ কাজে লেগে যান। এখন মঞ্জুমার বাঁশ-বেতের সামগ্রী নিজ গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে এলাকার হাট-বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। বাঁশ-বেতের এ কাজের মধ্যে দিয়ে মঞ্জুমা আক্তার তার পরিবারকে স্বচ্ছলতার মুখ দেখাতে পেরেছেন।

শোকবার্তা

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলাধীন আকবরপুর ইউনিয়নের উজ্জীবক, গণগবেষক এবং জৈব কৃষি ও বালাইনশকের উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক নাসির আহমেদ (৫৩) ৬ জানুয়ারি ২০২০, বিকাল ৩.১৫ মিনিটে দুর্ঘটনাজনিত কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (শাহবাগ, ঢাকা) মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক
ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন-২০১৯-এর ঘোষণা

আমরা, তৃণমূলের সহস্রাধিক নারী সংগঠক, যারা বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সদস্য, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজ ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকায় সমবেত হয়েছি। আমরা ইতোমধ্যে নিজ এলাকায় আমাদের, বিশেষ করে নারীদের জীবনমানের উনয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এ সফলতাগুলো উদ্‌যাপন, আমাদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময় এবং একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে।

আমরা জানি যে, প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশুর মৃত্যুহার কমানো, টিকাদানসহ শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং তাদের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি যথেষ্ট ইতিবাচক। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, সারা দেশে নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি সহিংসতা ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছে। 'ইউনিসেফ' কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৭ সালের প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার শতকরা ৫২, ১৫ বছরের নিচে বিয়ে হয় শতকরা ২২ জনের। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই নয়মাসে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন বাংলাদেশের ১ হাজার ১৩০ নারী ও ১ হাজার ১ জন শিশু। এছাড়াও বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নারী ও কন্যাশিশু ক্ষুধা, অপুষ্টি ও পাচারের শিকার। সমাজের বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুযোগ ও মৌলিক সেবা গ্রহণে নারীদের অভিগম্যতা ও সম-অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। আমরা এই সম্মেলন থেকে এ সকল অন্যায্য ও অমানবিক অবস্থা অবসানের লক্ষ্যে এবং নারী তথা সকল নাগরিকের জন্য সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যত জীবন গঠনে বদ্ধপরিকর।

আমরা এমন একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় থাকবে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও সম-অংশগ্রহণ। সকলের জীবন হবে নিরাপদ। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের, বিশেষত নারীদের সচেতন, সক্রিয় ও সংগঠিত করে তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে আমাদের বহুল প্রত্যাশিত আত্মনির্ভরশীল ভবিষ্যৎ অর্জন করা সম্ভব। এই প্রত্যাশাকে ধারণ করে, তৃণমূলে নারী নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে আমরা যে গণজাগরণ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি তা বেগবান করার লক্ষ্যে এই সম্মেলন থেকে আমরা কতকগুলো কর্মসূচি স্বেচ্ছায় বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করছি।

আমরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি যে,

এক. 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে আমরা প্রত্যেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও অন্তর্নিহিত শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাবো, যাতে ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়ে উঠি;

দুই. সমমনা অন্য নারীদের সংগঠিত ও তাদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করবো, যাতে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ককে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এই নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে স্থানীয় নারী সংগঠন গড়ে তুলবো এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবো;

তিন. গণতন্ত্র, সুশাসন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার একটি অন্যতম প্রধান শর্ত হলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। তাই স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষপ গ্রহণ করবো। সকল স্তরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলবো। একইসঙ্গে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীগণ যাতে নির্বাচিত হন, সে লক্ষ্যে জনগণ, বিশেষত নারীদের সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো;

চার. আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশুপাচার এবং পারিবারিক নির্যাতন-সহ নারীর প্রতি সকল সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। বিশেষ করে ১৮ বছরের আগে যাতে কোনো কন্যাশিশুর বিয়ে না হয় তার জন্য সর্বোচ্চ প্রচার-প্রচারণা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবো।

পাঁচ. ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টির উন্নয়ন, বিষেশত মা ও শিশুর এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমরা নিজ নিজ এলাকায় সামাজিক গণজাগরণ গড়ে তুলবো;

ছয়. সরকারের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্পদ, সেবা ও ন্যায্য অধিকারসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি ও মৌলিক সেবায় নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকল্পে ইউনিয়ন পরিষদ-সহ অন্যান্য সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো;

সাত. সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানি, গর্ভবতী নারীর যত্ন ও নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, জন্ম ও বিবাহনিবন্ধন, আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ এবং মাদক ও জঙ্গিবাদের মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবো;

আট. 'কন্যাশিশু বোঝা নয়, বরং সম্পদ' – এ বোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবো, যাতে করে জন্মের পর থেকেই কন্যাশিশুর সকল সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত হয়। একইসঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়া রোধ করা-সহ কন্যাশিশুর সকল অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলবো;

নয়. বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সদস্য হিসেবে আমরা নিজ নিজ এলাকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবো। বিশেষত আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও বেগম রোকেয়া দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করবো।

পরিশেষে, আজকের এ সম্মেলন থেকে আমরা দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, সকল প্রকার বৈষম্য-নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্ত একটি মানবিক মর্যাদার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সদস্যবৃন্দ
সহযোগিতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ।

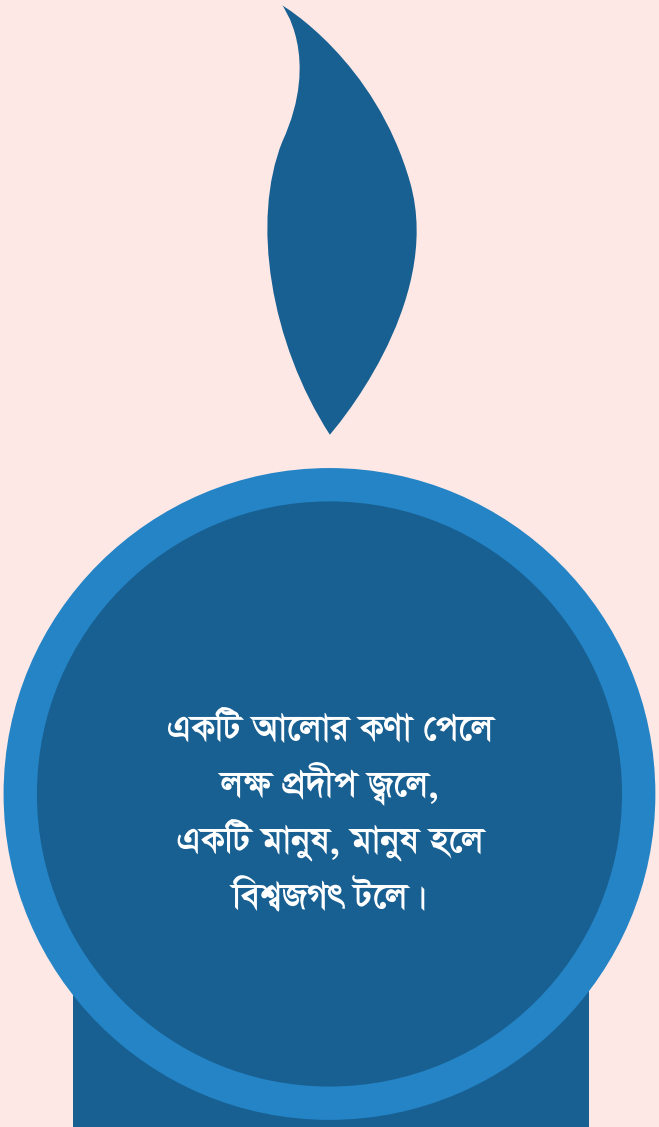
একটি আলোর কণা পেলে
লক্ষ প্রদীপ জ্বলে,
একটি মানুষ, মানুষ হলে
বিশ্বজগৎ টলে।